Faruque Hassan
President

BGMEA

বিজ্ঞপ্তি নং- বিজিএ/শ্রম/২০২৪/৩৩ তারিখঃ ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪

সকল সম্মানিত সদস্যের জন্য

বিষয়ঃ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ মোতাবেক সার্ভিস বই সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় সহকর্মী ও সদস্যবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

আপনারা অবগত রয়েছেন যে, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ৬ ধারায় বলা হয়েছে- প্রত্যেক মালিক তার নিজ খরচে তৎকর্তৃক নিযুক্ত প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য একটি সার্ভিস বইয়ের ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যেক সার্ভিস বই মালিকের হেফাজতে থাকবে। শ্রমিক ইতিপূর্বে অন্য কোন মালিকের অধীনে চাকুরী করে থাকলে নিয়োগের পূর্বে তার নিকট হতে পূর্বেকার সার্ভিস বই চেয়ে নিবেন এবং শ্রমিকের চাকুরী অবসান কালে তার সার্ভিস বই ফেরত দিবেন।

কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, প্রতিটি কারখানার মালিক বিজিএমইএ থেকে সার্ভিস বই সংগ্রহ করলেও সার্ভিস বইয়ের তথ্যাদি যথাযথভাবে পূরণ করেন না, শ্রমিক চাকুরি ছেড়ে চলে গেলে তার সার্ভিস বই ফেরৎ দেননা বা শ্রমিক নিয়োগকালে শ্রমিকের নিকট থেকে পূর্বেকার সার্ভিস বই চান না। ফলে সার্ভিস বই সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব থাকছে না বা এর বাস্তবিক সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না।

শ্রমিকের সার্ভিস বই সংরক্ষণ না করা শ্রম আইনের লঙ্ঘন ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সার্ভিস বই সংরক্ষণের সুবিধাসমূহ-

- শ্রম আইন বাস্তবায়ন এবং কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন করা হয়;
- শ্রমিকদের প্রকৃত পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করা হয়;
- শ্রমিকের সঠিক নাম, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ, ব্লাড গ্রুপ, মজুরি ও অন্যান্য বেনিফিট, কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়;
- শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ করা হয়;
- অপ্রত্যাশিত মাইগ্রেশন রোধকরণ করা যায়;

অতএব, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ মোতাবেক আপনার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের সার্ভিস বই সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

ফারুক হাসান
সভাপতি